ইসলামী আক্বীদার কিছু নাম; আক্বীদার উৎস

ARIFUL ISLAM

সূচীপত্র

- ইসলামী আক্বীদার কিছু নাম
- আকীদার উৎস
- কুরআনের বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি
- হাদীস বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি
- শীয়া-প্রমুখ ভ্রান্ত গোষ্ঠী ; হাদীস বিষয়ে তাদের বিভ্রান্তি

FEBRUARY 6, 2020
ISLAMIC ONLINE MADRASAH

ইসলামী আক্বীদার কিছু নাম

বিশ্বাস বুঝাতে কুরআন-হাদীসে 'ঈমান' শব্দটিই ব্যবহৃত। তাবিয়ীগণের যুগ থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন পরিভাষা বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলোর অন্যতম:

(১) আল-ফিকহুল আকবার- শ্রেষ্ঠতম ফিকহ। **ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) আকীদা বিষয়ে রচিত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'আল-ফিকহুল আকবার'। সম্ভবত 'আকীদা' বুঝাতে এটিই প্রাচীনতম পরিভাষা।**

(২) ইলমুত তাওহীদ- একত্ববাদের জ্ঞান বা তাওহীদ শাস্ত্র। 'তাওহীদ' অর্থ একত্ব বা মহান আল্লাহর একত্বের বিশ্বাস। ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসকে 'তাওহীদ' বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ বিষয়ক জ্ঞানকে 'ইলমুত তাওহীদ' বা তাওহীদের জ্ঞান বলা হয়। ***ইমাম আবূ হানীফা আল-ফিকহুল আকবার গ্রন্থে 'ইলমুল আকীদা'-কে 'ইলমুত তাওহীদ' নামে অভিহিত করেছেন।*** এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিত লাভ করে।

(৩) আস-সুন্নাহ। সুন্নাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ: মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। ***ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসে বিভ্রান্তির উন্মেষ ঘটে বিশ্বাসের বিষয়ে সুন্নাত বর্জন করে যুক্তির উপর নির্ভর করার কারণে। এজন্য বিশ্বাসের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)- ও সাহাবীগণের মূলনীতি আলোচনা করতে তৃতীয় শতাব্দী থেকে অনেক আলিম 'আসসুন্নাহ' নামে 'আকীদা' বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।*** এদের অন্যতম ছিলেন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল (২৪১ হি)। তাঁর পর অনেক প্রসিদ্ধ আলিম 'আস-সুন্নাহ' নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

(৪) আশ-শারী'আহ- 'শারীয়াত' বা 'শারী'আহ' অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানি পানের স্থান, পথ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'শারী'আহ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি অর্থ "ধর্ম বিশ্বাস" বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতিসমূহ। তৃতীয় শতকের কোনো কোনো ইমাম "আশ-শারী'আহ" নামে আকীদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

(৫) উসূলুদ্দীন বা উসূলুদ্দিয়ানাহ- দীনের ভিত্তিসমূহ। চতুর্থ শতক থেকে কোনো কোনো আলিম আকীদা বুঝাতে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

(৬) আকীদা- ধর্ম-বিশ্বাস' বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা 'আকীদা'। আকীদা ও ই'তিকাদ শব্দদ্বয় আরবী 'আকদ (عقد) শব্দ থেকে গৃহীত। এর অথর্ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। ভাষাবিদ ইবন ফারিস এ শব্দের অর্থ বর্ণনা করে বলেন: "শব্দটির মলূ অর্থ একটিই: দৃঢ় করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নিভর্র করা। শব্দটি যত অথের্ ব্যবহৃত হয়েছে তা সবই এই অর্থ থেকে গৃহীত ***/ 'বিশ্বাস' বা ধমর্বিশ্বাস অর্থে 'আকীদা' ও 'ই'তিকাদ' শব্দের ব্যবহার কুরআন ও হাদীসে দেখা যায় না।*** রাসলূলাহ

(সা.)-এর যুগে বা তাঁর পূর্বের যুগে আরবী ভাষায় 'বিশ্বাস'' অথের্ বা অন্য কোনো অথের্ 'আকীদা' শব্দের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায় না। তবে 'দৃঢ় হওয়া' বা 'জমাট হওয়া' অর্থের 'ই'তিকাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শক্ত বিশ্বাস' বা ধর্ম-বিশ্বাস বুঝাতে আকীদা শব্দের ব্যবহার পরবর্তী যগুগুলিতে ব্যাপক হলেও প্রাচীন আরবী ভাষায় এ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। 'আকীদা' শব্দটিই কুরআন, হাদীস ও প্রাচীন আরবী অভিধানে পাওয়া যায় না। হিজরী চতুর্থ শতকের আগে এ শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না **/** ***চতুর্থ হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে। পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয়।***

(৭) ইলমলু কালাম- কথাশাস্ত্র ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস' বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় 'ইলমুল কালাম' বলা হয়। ইলমূল আকীদা ও ইলমূল কালাম- এর পাথর্ক্য বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন- সিলেবাসের বই- (আল-ফিকহুল আকবার ; প্রথম পর্ব; ৩য় পরিচ্ছেদ; ইলমুল কালাম বনাম ইলমুল আক্বীদা পৃষ্ঠা-১৪৮)

আকীদার উৎস

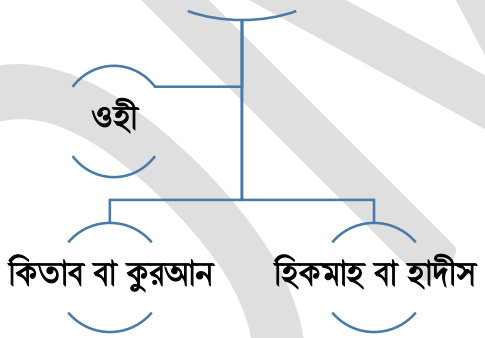

আকীদা বিষয়ক সকল বিভক্তি ও বিভ্রান্তির মূল কারণ "আকীদা" বা "বিশ্বাস"-এর উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তি, অস্পষ্টতা বা মতভেদ। এজন্য মোল্লা আলী কারী "আল-ফিকহুল আকবার" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় আকীদা বা তাওহীদ-জ্ঞানের উৎস প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, তাঁদের অনুসারী ***তাবিয়ীগণ, চার ইমাম ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে আকীদার একমাত্র উৎস ওহী।*** কারণ আকীদা বা বিশ্বাস অদৃশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর অদৃশ্য বিষয়ে চূড়ান্ত ও সঠিক সত্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমেই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি দু প্রকারের ওহী প্রেরিত হয়েছে এবং দু ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে: কিতাব বা কুরআন ও হিকমাহ বা হাদীস।

1. কুরআন মাজীদ কুরআন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে আক্ষরিকভাবে সেভাবেই তিনি ও সাহাবীগণ মুখস্থ করেছেন, প্রতিদিন সালাতে পাঠ করেছেন, রাতের সালাতে এবং নিয়মিত তিলাওয়াতে খতম করেছেন। এভাবে সাহাবীগণের যুগ থেকে অগণিত অসংখ্য

মুসলিম কুরআন মুখস্থ ও তিলাওয়াতের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন। কুরআনই ঈমান, বিশ্বাস বা আকীদার মূল ভিত্তি।

- **<u>কুরআনের বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ী ও তাঁদের অনুসারী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি দুটি:</u>**

(ক) কুরআনের বক্তব্য সরল ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা। কোনোরূপ ঘোরপ্যাঁচ বা তাফসীর-ব্যাখ্যার নামে আক্ষরিক ও সরল অর্থ পরিত্যাগ না করা।

(খ) কুরআনের সকল বক্তব্য সমানভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা। একটি বক্তব্যের অজুহাতে অন্য বক্তব্যকে ব্যাখ্যার নামে অর্থহীন না করা। বরং দুটি বক্তব্যই যথাসম্ভব সরল ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা। **শীয়া, খারিজী, মুতাযিলী ও অন্যান্য সম্প্রদায়** এক্ষেত্রে তাফসীরের নামে সরল অর্থ ত্যাগ করেছে এবং একটি বক্তব্যের অজুহাতে অন্য বক্তব্য বাতিল করেছে। ***আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্য মূলনীতি কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবনের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে সাহাবীগণের অনুসরণ করা। তাঁরা যা বলেন নি তা আকীদার মধ্যে সংযোজন না করা।***

(আল-ফিকহুল আকবার)

<u>২. দ্বিতীয় প্রকারের ওহী "আল-হিকমাহ- হাদীস " বা প্রজ্ঞা।</u> ***কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে যে শিক্ষা, তথ্য ও জ্ঞান প্রদান করেন তিনি তা নিজের ভাষায় সাহাবীগণকে শিক্ষা দেন। তাঁর এ শিক্ষা "হাদীস" নামে সংকলিত হয়েছে।*** **হাদীসই ইসলামী আকীদার দ্বিতীয় ভিত্তি ও উৎস।** সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে যে কথা বা হাদীস শুনতেন তা অন্যদেরকে শোনাতেন। কেউ তা লিখে রাখতেন এবং কেউ মনে রাখতেন এবং প্রয়োজনে বলতেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমগণ সাহাবীগণ থেকে হাদীস শিখতেন এবং লিপিবদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। হাদীসের বিষয়ে সাহাবীগণ ও পরবর্তী ইমামগণের মুলনীতি; হাদীস নামে প্রচারিত বক্তব্য গ্রহণের আগে যাচাই করা। কেবলমাত্র "সহীহ" হাদীস গ্রহণ করা। অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্জন করা এবং হাদীসের নামে জালিয়াতির সর্বাত্মক বিরোধিতা করা। জাল হাদীস নিজেদের মতের পক্ষে হলেও তা বর্জন করে তার জালিয়াতি বা দুর্বলতা বর্ণনা করা এবং সহীহ হাদীস নিজেদের মতের বিরুদ্ধে হলেও তার বিশুদ্ধতা স্বীকার করে তার আলোকে নিজেদের মত সংশোধন ও সমন্বয় করা। সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ এবং চার ইমাম এ বিষয়ে অনেক নির্দেশনা দিয়েছেন। *পাশাপাশি তাদের মূলনীতি হলো, সহীহ হাদীস বাহ্যিক ও সরল অর্থে গ্রহণ করা, ব্যাখ্যার নামে বিকৃত না করা এবং সকল সহীহ হাদীস যথাসম্ভব সমন্বিতভাবে গ্রহণ করা।*

- **<u>খারিজী, শীয়া, মুতাযিলা ও অন্যান্য গোষ্ঠী হাদীস বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্যের মধ্যে নিপতিত হয়েছে। সেগুলির অন্যতম:</u>**

(১) হাদীস গ্রহণ না করা। শীয়াগণের মতে সাহাবীগণ বিশ্বস্ত ছিলেন না (নাউযূ বিল্লাহ); কাজেই তাঁদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। মুতাযিলীগণ হাদীসের বর্ণনায় ভুল থাকতে পারে অজুহাতে, কুরআন দিয়ে অথবা বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে হাদীস যাচাইয়ের নামে হাদীস প্রত্যাখ্যান করে।

(২) সনদ যাচাই নয়, বরং পছন্দ অনুসারে হাদীস গ্রহণ করা। তারা বিশুদ্ধতা যাচাই করে হাদীস গ্রহণ করেন না। বরং যে হাদীস তাদের মতের পক্ষে তা তারা গ্রহণ করেন ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। আর যে হাদীস তাদের মতের বিপক্ষে তা নানা অজুহাতে অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করেন।

(৩) হাদীসের নামে মিথ্যা বলা বা জাল হাদীস প্রচার ও গ্রহণ করা। এ বিষয়ে শীয়াগণ অগ্রগামী ছিলেন। এছাড়া "আহলুস সুন্নাত" নামে পরিচয় দানকারী "কারামিয়া" ও অন্যান্য সম্প্রদায়ও নিজেদের মতের পক্ষে হাদীস জাল করা ও জাল হাদীস প্রচার করায় অগ্রণী ছিলেন। উপরন্তু আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ যখন সনদ-বিচার করে সেগুলোর জালিয়াতি উদ্ঘাটন করতেন তখন তারা (শীয়া প্রমুখ) সনদ-প্রমাণের দিকে না যেয়ে তাঁদেরকে 'নবীর (সা.) দুশমন', "আলী-বংশের শত্র", "এযিদের দালাল" ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করতেন। এভাবে তারা সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদের জালিয়াতির গ্রহণযোগ্যতা ও মুহাদ্দিসগণের যাচাইয়ের প্রতি বিরূপ মানসিকতা তৈরি করতেন। অন্যান্য ফিরকা নিজেরা জালিয়াতির ক্ষেত্রে অতটা অগ্রসর না হলেও নিজেদের পক্ষের জাল হাদীস গ্রহণ ও প্রচার করতেন।

(৪) ব্যাখ্যার নামে সরল অর্থ বিকৃত করা। হাদীসের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যার নামে হাদীসের সরল অর্থ বিকৃত করা এ সকল বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য।

- মুতাওয়াতির ও আহাদ হাদীস- যে হাদীস সাহাবীগণের যগু থেকেই বহু সনদে বর্ণিত তাকে "মুতাওয়াতির" (recurrent; frequent) বা বহুমুখে বর্ণির্ত হাদীস বলা হয়। মলূত কুরআনের পাশাপাশি এরূপ হাদীসই আকীদার ভিত্তি। ***রাসলূলুল্লাহ সা. তাঁর উম্মাতকে বিশুদ্ধতম আকীদা ও আমল শিখিয়ে গিয়েছেন। আমলের ক্ষেত্রে বিকল্প আছে। সব মসুলিমের উপর ফরয কিছু কাজ ব্যতীত, বিভিন্ন ফযীলতমলূক নেক কর্ম একটি না করলে অন্যটি করা যায়। কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে কোনো বিকল্প নেই।*** আকীদা সবার জন্য একই রূপে সর্বপ্রথম ফরয। যে বিষয়টি বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য প্রয়োজন সে বিষয়টি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সকল সাহাবীকে সুস্পষ্টও দ্ব্যর্থহীন ভাষাতে জানিয়েছেন এবং সাহাবীগণও এভাবে তাবিয়ীগণকে জানিয়েছেন। এতে আমরা বঝুতে পারি যে, আকীদার বিষয় সুস্পষ্টভাবে কুরআনে অথবা মুতাওয়াতির হাদীসে বর্ণির্ত। দু-একজন সাহাবী থেকে বর্ণির্ত হাদীসকে 'আহাদ' বা "খাবারুল ওয়াহিদ" অর্থাৎ একক হাদীস বলা হয়। **ইমাম আবূ হানীফাসহ প্রথম দু শতাব্দীর সকল ইমাম, ফকীহ ও মহুাদ্দিসের দৃষ্টিতে 'মতুাওয়াতির' ও 'আহাদ' উভয় প্রকার সহীহ হাদীসই আকীদার ভিত্তি ও উৎস হিসেবে গৃহীত *(আল-ফিকহুল আকবার)***

- ওহী অনুধাবনে সাহাবী-তাবিয়ীগণের ঐকমত্য- আহলসু সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে কুরআনে ও হাদীসে যা বিশ্বাস' করতে বলা হয়েছে তা সরলভাবে বিশ্বাস' করা ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি। কুরআন ও হাদীসের বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সা.) শিক্ষার মধ্যে কোনো জটিলতা, গোপনীয়তা বা ¯^বিরোধিতা নেই। ***তারপরও কখনো জ্ঞানের দূর্বলতার কারণে কুরআন-হাদীস অনুধাবন বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা দ্বিধা সৃষ্টি হলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ এবং পরবর্তী দুই প্রজন্ম 'তাবিয়ী' ও 'তাবি-তাবিয়ীগণের' ব্যাখ্যা ও মতামতই চড়ান্ত বলে গণ্য হবে। বিশেষত তাঁদের ইজমা বা ঐকমত্য আকীদার প্রমাণ হিসেবে গণ্য।*** কুরআন ও হাদীসই তাঁদের বৈশিষ্ট্যের উলেখ করেছে।
- মুসলিম সমাজের প্রথম বিভ্রান্ত ফিরকা "খারিজীগণ" কুরআন ও হাদীসকে ইসলামী শরীয়ত ও আকীদার উৎস বলে স্বীকার করত। তাদের বিভ্রান্তির শুরু "জ্ঞানের অহঙ্কার" থেকে। ওহী অনুধাবনের জন্য সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার গুরুত্ব তারা অস্বীকার করত। এছাড়া "সুন্নাত"-এর গুরুত্বও অস্বীকার করত। অর্থাৎ তাঁরা কুরআনের আয়াত বা হাদীস দিয়ে যে মতটি গ্রহণ করছে সে মত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্মধারা বা রীতির মধ্যে বা প্রায়োগিক সুন্নাতের মধ্যে আছে কিনা তা বিবেচনা করত না। সর্বোপরি তারা কুরআন ও হাদীসের কিছু বক্তব্যের ভিত্তিতে নিজেদের মত গ্রহণ করত। এর বিপরীতে কুরআন-হাদীসের অন্যান্য বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দিত। এভাবে আমরা দেখছি যে, খারিজীগণের বিভ্রান্তির উৎস (১) সুন্নাতের গুরুত্ব অস্বীকার, (২) সাহাবীগণের মতামত অস্বীকার ও (৩) "পছন্দ" অনুসারে কুরআন-হাদীসের কিছু বক্তব্য গ্রহণ ও কিছু ব্যাখ্যার নামে বাতিল করা।
- **দীনের সকল বিষয়ের ন্যায় আকীদার ক্ষেত্রেও মূল ভিত্তি হলো কুরআন কারীম, সহীহ হাদীস এবং এরপর সাহাবীগণের মত। আকীদা ও ফিকহের মৌলিক পার্থক্য হলো, ফিকহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ, কিয়াস, যুক্তি বা আকলী দলীলের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে এর কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের অনুসরণই একমাত্র করণীয়। কারণ ফিকহের বিষয়বস্তু পরিবর্তনশীল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বা সাহাবীগণের যুগে ছিল না এমন কোনো নতুন বিষয়ে ফিকহী মত জানার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আকীদার বিষয়বস্তু মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, নবী-রাসূলগণ... ইত্যাদি। এগুলো অপরিবর্তনীয়। এক্ষেত্রে মুমিনের একমাত্র দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের আকীদা জানা ও মানা।**